Siddhanta's International Journal of Advanced Research in Arts & Humanities
Vol. 3, No. 4, March - April 2026

সুকান্তি দত্তের ছোটগল্পে শহরতলির চালচিত্র

তৌসিফ আহমেদ

সহকারি অধ্যাপক আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার

বিশ শতকের শেষ দশকে সারা বিশ্বজুড়ে যে ভয়াল আবহ, বদলে যাওয়া ঘটনাক্রম এবং সময়ের তীব্র ঘাত-প্রতিঘাত-অন্তর্ঘাত, বাবরি মসজিদ ধ্বংস, উপসাগরীয় যুদ্ধ, উগ্র হিন্দুত্ববাদের আস্ফালন, মুসলিম সন্ত্রাসবাদের আগ্রাসন, একইসঙ্গে ভারতীয় সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি ও ধর্মীয় সংস্কৃতির বিচিত্র হানাহানির প্রেক্ষাপটে ছোটগল্পের অন্যতর ভুবনকে সচেতন প্রয়াসে গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই তার যাত্রা শুরু করেন সুকান্তি দত্ত। তিনি মূলত লিটল ম্যাগাজিনের লেখক। গল্প রচনার শুরুতে লোককথা, ঐতিহ্য ও ভারতীয় পুরানচেতনার আবহকে ফুটিয়ে তুলতে ম্যাজিক রিয়ালিজমের রীতিকে আশ্রয় করে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। একই সঙ্গে কলকাতা সংলগ্ন শহরতলির (মধ্যমগ্রাম, বিরাটি, সোদপুর, পানিহাটি ইত্যাদি) সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বেঁচে থাকার অদম্য লড়াইয়ের গল্পকে নিয়ে বিষয়ের ভরকেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। শতাধিক ছোটগল্পের স্রষ্টা হলেও তার গল্পগ্রন্থের সংখ্যা চারটি। সেগুলি হল-১. দহনবেলার পাণ্ডুলিপি ২. আলাদিন, ও আলাদিন ৩. স্বপ্নে নদীর খোঁজ ৪. শ্রেষ্ঠ গল্প।

শহরতলির মানুষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়ের পাশাপাশি তাদের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান তৎসহ উৎসব-অনুষ্ঠান, আচার-সংস্কারেরও সামগ্রিক ছবিকে বিভিন্ন ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন।

এই সামগ্রিক আলোচনাকে আমরা দুটি ভাগে বিভাজন করে আলোচনা করতে পারি। যথাঃ

১. আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক চালচিত্র :

এই পর্বকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

(ক) সামাজিক ও পারিবারিক জীবনবোধ : শহরতলির বৃহত্তর সমাজজীবনে, নয়ের দশকের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আধুনিক জীবনের বিচিত্র চাহিদা, বিশ্বায়ন ও ভোগবাদের প্রভাবে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জীবন কীভাবে বদলে যাচ্ছিল সেই চিত্র সুকান্তি দত্তের 'সম্পর্ক', 'গন্ধ', 'লেবু পাতার ঘ্রাণ' 'মহেন-জো-দারোর নগ্নিকা', 'পর্নোগ্রাফির দিনরাত', 'সাবান-সুন্দরীদের কোরাস', 'শিলাবতী' প্রভৃতি গল্পে ধরা পড়েছে।

(খ) অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক জীবনবোধ : সুকান্তি দত্তের ছোটগল্পে শহরতলির জনজীবনের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবৃত্তীয় মানুষের সর্বাঙ্গিক পরিচয় ফুটে উঠেছে। 'আলাদিন, ও আলাদিন', 'ফেরিওয়ালা', 'একটি হত্যা অথবা মানবী বিষয়ক বয়ান', 'গল্প @ ফেসবুক', 'আশ্চর্য হাড়ি ও ল্যাংড়া বিশে', 'এই শহরে কান্না নেই' প্রভৃতি গল্পে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা-সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক বাস্তবতার শাশ্বত ভাবনাকে তুলে ধরেছেন গল্পকার।

২. দৈনন্দিন জীবনের চালচিত্র :

সুকান্তি দত্তের গল্পে শহরতলির মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান তৎসহ উৎসব-অনুষ্ঠান, আচার-সংস্কারের মধ্য দিয়েই। 'সম্পর্ক', 'লেবু পাতার ঘ্রান', 'আলাদিন, ও আলাদিন', 'আশ্চর্য হাড়ি ও ল্যাংড়া বিশে', 'গন্ধ', 'বিধু বিশ্বাসের খিদে' প্রভৃতি গল্পে নানান খাদ্য দ্রব্যের সন্ধান মেলে। 'গন্ধ', 'আলাদিন, ও আলাদিন', 'একটি হত্যা অথবা মানবী বিষয়ক বয়ান' প্রভৃতি গল্পে উৎসবের কথা আছে। শহরতলির মানুষের আচার-সংস্কার ও রীতি-নীতি নিয়ে লেখা গল্প 'আশ্চর্য হাড়ি ও ল্যাংড়া বিশে', 'লেবু পাতার ঘ্রান' প্রভৃতি।

সবশেষে বলা যায় প্রচলিত গল্পের রীতি ছেড়ে, ছক ভেঙে লোকগল্পের ঢঙে গল্পের আসর পেতেছেন। ভাষা সংগঠনেও চমক দেখা যায়। শহরতলির জীবনকথাকে গল্প ভাবনায় আশ্রয় দিলেও কোনো নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমাতে তিনি আটকে থাকেননি বরং তার গল্পের বহুমাত্রিক স্বর পৌঁছে গেছে চিরকালীন শাশ্বত সত্যের সীমান্তে।

বিষয়সূচক শব্দ(Key Word): শহরতলি, মধ্যবিত্ত, সমাজ, জীবনযাপন, দৈনন্দিন, ছোটগল্প।

সুকান্তি দত্তের ছোটগল্পে শহরতলির চালচিত্র

বাংলা ছোটগল্পের ধারায় সুকান্তি দত্তের নাম এক অভিনব সংযোজন। বিশ শতকের নয়ের দশকে লিটিল ম্যাগাজিনকে বাহন করে তার পথ চলা শুরু এবং আজও তিনি সমানে সাহিত্যচর্চায় সচল। বিশ শতকের শেষ দশকে সারা বিশ্বজুড়ে যে ভয়াল আবহ, বদলে যাওয়া ঘটনাক্রম এবং সময়ের তীব্র ঘাত-প্রতিঘাত-অন্তর্ঘাত, বাবরি মসজিদ ধ্বংস, উপসাগরীয় যুদ্ধ, উগ্র হিন্দুত্ববাদের আস্ফালন, মুসলিম সন্ত্রাসবাদের আগ্রাসন, একইসঙ্গে ভারতীয় সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি ও ধর্মীয় সংস্কৃতির বিচিত্র হানাহানির প্রেক্ষাপটে ছোটগল্পের অন্যতর ভুবনকে সচেতন প্রয়াসে গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই তার যাত্রা শুরু।

সুকান্তি দত্ত তার ছোটগল্পের বিষয় করে তুলেছেন মূলত শহরতলির সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে। সেখানে শহরতলি র মানুষের আবহমান জীবনযাপন পদ্ধতি এবং নয়ের দশকের ভোগবাদ, মানবিক অবক্ষয়, মূল্যবৃদ্ধি, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন, খোলা বাজার অর্থনীতির রমরমা প্রভাবে মানুষের দৈনন্দিন চাহিদার বদল কীভাবে ঘটছে, এককথায় তাদের জীবনযাপন পদ্ধতির সামগ্রিক বদলকে তার ছোটগল্পের বিষয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ইট-কাঠ-পাথরে ঘেরা সেই শহরতলির জীবন অনেক বেশী সংকীর্ণ। নগরজীবন ও শহরতলির মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীকে গল্প বিষয়ের ভরকেন্দ্র করে তুললেও সেখানে সময় ও মানুষের যৌথ সমন্বয়ে তাদের ছোট ছোট জীবনের অন্দরমহলের বিচিত্র স্বপ্ন,সাধ ও হাজারো কার্যাবলী নিয়ে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় নিঃশ্বাসকে, সাংকেতিক ভাবমাত্রায় সাজিয়েছেন থরে-বিথরে। আসলে শহরতলির বাস্তবতা শুধু নয়, জীবন্ত মানচিত্রকে সহজ স্বাভাবিক ভাবে তুলে ধরেছেন যেন। সেখানে মফস্বলের বস্তি, রেললাইন কলোনি, ছায়াযুক্ত গলি, সংকুচিত ঘরবাড়ি-মন্দির, ভাঙা রাস্তা, অস্বাস্থ্যকর জীবন ব্যবস্থার সার্বিক রূপায়ণ উঠে এসেছে। শতাধিক ছোটগল্পের স্রষ্টা হলেও তার গল্পগ্রন্থের সংখ্যা চারটি। সেগুলি হল- ১. দহনবেলার পাণ্ডুলিপি।

২. আলাদিন, ও আলাদিন।

৩. স্বপ্নে নদীর খোঁজ।

৪. শ্রেষ্ঠ গল্প।

শহরতলির মানুষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়ের পাশাপাশি তাদের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান তৎসহ উৎসব-অনুষ্ঠান, আচার-সংস্কারেরও সামগ্রিক ছবিকে বিভিন্ন ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। গল্পকার সুকান্তি দত্ত তার চোখে দেখা চেনা জীবন এবং নিত্যনৈমিত্তিক পরিবেশকে গল্পের বিষয়ে আশ্রয় করলেও সেই খুবই পরিচিত পরিবেশ ও চরিত্রকে, চেনা পরিসর থেকে অচেনা অবয়বের প্রতিমূর্তি করে গড়ে তুলেছেন। গল্পকার সাধন চট্টোপাধ্যায় সুকান্তি দত্তের 'শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থের ভূমিকাতে লিখেছেন— ***'তার গল্পের পরিবেশ কলকাতা, কলকাতার শহরতলি ওই বিরাটি, নিউ ব্যারাকপুর, মধ্যমগ্রাম, সোদপুর, বেলঘরিয়া এবং এই মফস্বল যেখানে গড়িয়ে গ্রামের সীমানা স্পর্শ করেছে। আমরা প্রতিদিন যা প্রত্যক্ষ করি।'*** [১] এই প্রত্যক্ষ জীবনের অলিন্দে যে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের অবহেলিত প্রান্তিক, দারিদ্র্য মানুষেরা নিরন্তর জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, তার ধরণ-ধারন তথা চালচিত্রকে কয়েকটি পর্বে বিভাজন করে আলোচনা করা যেতে পারে। যথাঃ

১. আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক চালচিত্র :

নয়ের দশকে শুরু হলে বিশ শতকের প্রথম দশকের শহরতলির মানুষের জীবনকে নিরাসক্ত ও নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যবেক্ষণ করে গল্প শরীরে আশ্রয় দিয়েছেন তিনি। সেই শহরতলির মানুষের সমাজ-পরিবার, তাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবনযাপনের জটিল-কুটিল কার্যকলাপ প্রভৃতিকে তার গল্পগুলির আলোচনার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা যেতে পারে—

(ক) সামাজিক ও পারিবারিক জীবনবোধ :

শহরতলির বৃহত্তর সমাজজীবনে, নয়ের দশকের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কীভাবে তার বদল আসছে সুকান্তি দত্তের 'সম্পর্ক', 'গন্ধ', 'লেবু পাতার ঘ্রাণ' 'মহেন-জো-দারোর নগ্নিকা', 'পর্নোগ্রাফির দিনরাত', 'সাবান-সুন্দরীদের কোরাস', 'শিলাবতী' প্রভৃতি গল্পে সেই চিত্র ধরা পড়েছে।

'সম্পর্ক' একটি পারিবারিক গল্প। এখানে পরকীয়া বোধ বা অবৈধ প্রণয়ের ভাবনাকে গল্পের সূত্রে বাঁধতে চেয়েছেন। চার ভাই বোনের মধ্যে বড় মনীষা। সে নিজের পছন্দমত ছেলেকে বিয়ে করতে চাইলে তার শিক্ষক বাবার প্রবল আপত্তি উঠে আসে সেখানে। মনীষার মা বাবাকে বোঝালেন, ছেলে ব্যাংকে চাকরি করে এবং এই সময়ে দেখাশোনা করে বিয়ে দিতেও অনেক খরচ হবে। বাবার আপত্তি সত্ত্বেও প্রেম করে বিয়ে হয় অমিত ও মনীষার। কিন্তু চলমান সংসার জীবনে আবারও ঘনিয়ে আসে ভাঙনের তীব্রতা। অমিতের জীবনে পরকীয়ার মাতন আসে। একাকি জীবনে বেঁচে থাকার অবলম্বন হয় তার ছেলে তাতন। যদিও তাতনকে মাতৃ হৃদয়ের অব্যক্ত যন্ত্রণার আর্তনাদকে সে শোনাতে পারেনি। এই গল্পে শহরতলির মানুষের পারিবারিক দাম্পত্য সংকটকে বৃহত্তর সামাজিক অবক্ষয়ের দিকনির্দেশক হিসেবে গল্পকার তুলে এনেছেন।

সামাজিক ভাবনার কদর্য রূপায়ণ আমরা দেখতে পাই 'গন্ধ' ছোটগল্পটিতে। পণপ্রথার মত সামাজিক ব্যাধিকে উনিশ শতক থেকে শুরু করে আজও আমরা বহন করে চলেছি এবং সেই কদর্য প্রথা শহরতলির জীবন ব্যবস্থার সঙ্গে কীভাবে ওতপ্রোত হয়ে আছে, তাকে সুচারুরূপে উপস্থাপন করেছেন 'গন্ধ' ছোটগল্পের মধ্যে। দুই ভাইরা-ভাইয়ের কথোপকথনের মধ্যেই পণপ্রথার মত কদর্য বিষয় ভাবনাকে গল্পকার তুলে এনেছেন। বড় জামাই উৎপল পণ নিলেও ছোট জামাই অত্রি বিয়েতে কোন পণ নেয় নি। বর্তমান সময়ে জীবনবোধ এবং বেঁচে থাকার ধরণ-ধারনের ভাব সূত্রে আধুনিকতার যে ধারণা, সেখানে উৎপলের চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে অত্রি। সে তার আদর্শের জায়গা থেকেই উৎপলকে কটাক্ষ করেছিল— ***'বাড়িতে ইন্টারনেট কানেকশন নিয়েও কেউ আধুনিক হয় না যদি সে বিয়েতে পণ চায়!'*** [২] এখানে অত্রি আসলে শুধুমাত্র উৎপলকে নয় শহরতলিতে তথা আমাদের বৃহত্তর সমাজে বেঁচে থাকা হাজারো মানুষের দিকে আদর্শ ও নৈতিকতার আঙুল তুলেছেন।

সুকান্তি দত্তের 'লেবু পাতার ঘ্রাণ' ছোটগল্পে উঠে এসেছে বর্তমান সময়ের শিক্ষাব্যবস্থার এক জটিল সংকটময় পরিস্থিতি। ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল গুলোর বেড়ে চলা দৌরাত্ম এবং সেখানে যারা চাকুরিরত উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ, তারা বাংলা ভাষাকে কীভাবে অবমাননা অবজ্ঞা করতে শুরু করেছে তার ভয়ংকর রূপকে গল্পের অবয়বে ধরতে চেয়েছেন কথাকার। গল্পে সুকল্যাণ তার দুই ছেলেকে ইংরেজি ও হিন্দি শেখাতে চেয়েছে। কিন্তু প্রিয়নাথ তার দুই নাতিকে বর্ণপরিচয় নিয়ে বাংলা শেখাতে চাইলে বাবার সঙ্গে সুকল্যাণের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই গল্পে শহুরে জীবনের হাজারো সামাজিক চাহিদা ও প্রবল সংকট যেভাবে বিশ্বায়নের প্রভাবে বদলাতে শুরু করেছিল, সেখানে আমাদের ঐতিহ্য ও মানবিক সম্পর্কের বৈচিত্র্যময় দ্বান্দ্বিক দিককে গল্পকার তুলে ধরেছেন।

শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ ছবি এঁকেছেন 'ভয়' গল্পে। অভাবের তাড়নায় গল্প লেখক অয়ন যেন সব কিছু হারিয়ে ফেলছে। সে লিখতে ভুলে যাচ্ছে। একদিকে মধবিত্তের অভিমান- স্ববিরোধ অন্যদিকে জীবনসংগ্রামের বিচিত্র অভিযান—এই দুয়ের টানাপোড়েন উঠে এসেছে গল্পের পরতে-পরতে— ***'টানাটানির সময় সংসারে বড়সড় একটা থাবা বসিয়ে আজ দুপুর থেকেই লেখালেখি নিয়ে বসেছিল অয়ন। অথচ এগোল না সেরকম, সাড়ে-তিনটে নাগাদ কেমন একটা ঝিমুনিতে এলিয়ে পড়তে চাইল শরীর,...।'*** [৩]

আবার এক ধর্ষিতা নারীর মর্মন্তুদ যন্ত্রণার অন্তঃকথনকে তুলে এনেছেন 'শিলাবতী' গল্পে। এই আদিম ব্যাধি থেকে মুক্তি নেই। অসহায় শিলাবতীরা তাই সমাজের পিছিয়ে থাকা নারীদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলে চায়–***'কয়েক বছরের মধ্যেই জনপদের নানাবয়সি নির্যাতিতা আক্রান্ত লাঞ্ছিতা মহিলাদের সে সংগঠিত করে তুলেছিল, সরকারি-বেসরকারি নানা সাহায্য জোগাড় করে স্বনির্ভর, স্বাবলম্বী করে তুলতে চেষ্টা করেছিল জনপদের অর্ধেক আকাশের একাংশকে।'*** [৪] সভ্যতার ক্রম অগ্রগতির পরেও আমাদের হার মানতে হয়, থেমে যেতে হয়। সুকান্তির এই গল্পের দাবি তাই চিরকালীন হয়ে থাকে। 'সাবান-সুন্দরীদের কোরাস' গল্পে দেখা যায় ভোগবাদ ও বিশ্বায়নের অবিরাম স্রোতে হারিয়ে গেছে আমাদের যৌবন। আর সেই শয়তানি প্রবৃত্তির কুটিল ফাঁদ থেকে বাঁচার জন্য মানবিক জীবনবোধের কঠিনতর লড়াইকে বাস্তবতার অনুষঙ্গে প্রকাশ করেছেন। শহরের প্রান্তে প্রান্তে গড়ে উঠছে ম্যাসাজ পাল্লার। সেখানে মধ্যবিত্ত থেকে নিম্নবিত্তের মানুষেরা প্রতিনিয়ত ছুটে যায়। অদৃশ্য এক মৌতাতে মাতাল হয়ে যায় যুবশ্রেণি। জীবন দিশেহারা, লক্ষ্যহীন তাদের। ঐতিহ্য, রুচিশীলতা, পারিবারিক সম্মান-শ্রদ্ধা সব কিছু ভুলে সাময়িক ফূর্তির লেলিহান অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিচ্ছে সবাই–***'নীলজলে ঝাঁপ দেয় অনুপম, শনিবারের রাত! আহা! শনিবারের রাত বয়ে যায়! সাঁতরে সাঁতরে পৌঁছে যেতে হবে জগুর ঠেকে। মাথার উপরে উড়ে চলে সাবান-সুন্দরীরা—ত্বকের যত্ন নিন! শরীরে আনুন তারুণ্যের উচ্ছ্বাস!'*** [৫]— এ চিত্র আসলে এক ধ্বংসন্মুখ সমাজের ভয়ানক প্রতিচ্ছবি। কেউই এই ফাঁদ কেটে বেরুতে পারে না। বিশ শতকের শেষ দশকে বিশ্বায়ন তার ভালো-মন্দ নিয়ে হাজির আমাদের দরবারে। আমাদের কাছে পাশ্চাত্যের লোভনীয়-মোহনীয় মাতাল করার মারণ অস্ত্র তুলে দিয়েছে। ঘরে ঘরে হাতে হাতে পৌঁছে গেছে গোপন নীল ছবি। উদ্দাম উলঙ্গ নারী শরীরের আস্বাদনে প্রবৃত্তির তৃপ্তির সোপানে চড়ে আমাদের চেনা সমাজ পৌঁছে গেছে ধ্বংসের কিনারে। শহরতলির জীবনে কীভাবে এই ভয়ংকর অন্ধকার নেমে এলো তার রূপায়ন এসেছে 'পর্নোগ্রাফির দিনরাত' গল্পে।–***'ইদানীং তুমি আর ইংরেজি পর্নো সিডি দেখ না, বাংলা বা হিন্দি, যত কাঁচাই হোক, অনেক বেশি উত্তেজক।'*** [৬]

সুকান্তি দত্ত তার গল্পের অবয়বে শহরতলির জনমানসের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের দ্রুতগামী বদল এবং সেই অনুষঙ্গে মানুষের ভিতর ও বাহির কীভাবে মিশে গেছে, সেই বিপন্ন সময়ের বিষণ্ন চালচিত্রকে তুলে ধরেছেন।

(খ) অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক জীবনবোধ :

সুকান্তি দত্তের ছোটগল্পে শহরতলির জনজীবনের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবৃত্তীয় মানুষের সর্বাঙ্গিক পরিচয় ফুটে উঠেছে। তাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতার প্রতিচ্ছবিও আমরা খুঁজে পাই কোন কোন গল্পে। 'আলাদিন, ও আলাদিন', 'ফেরিওয়ালা', 'একটি হত্যা অথবা মানবী বিষয়ক বয়ান', 'গল্প @ ফেসবুক', 'আশ্চর্য হাড়ি ও ল্যাংড়া বিশে', 'এই শহরে কান্না নেই' প্রভৃতি গল্পে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা-সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক বাস্তবতার শাশ্বত ভাবনাকে তুলে ধরেছেন গল্পকার।

'ফেরিওয়ালা' গল্পে সাধারণ অসহায় মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা এঁকেছেন তিনি। এখানে শবরী ফেরিওয়ালার কাজ করে। পরিবার, বাবা-মা-বোনের প্রতি সে দায়বদ্ধ। তাই সারাদিন অপরিসীম কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে সে পরিবারের জন্য দু'মুঠো খাবারের সংস্থানের চেষ্টা করে। আবার বাবার অসুস্থতার সময় আর্থিক সংকটে পড়ে তারা। সে টাকা ধার করতে যায় বাবার বন্ধুর কাছে। কিন্তু তিনি টাকা ধার দেওয়ার পরিবর্তে শবরীকে পতিতালয় যাওয়ার বার্তা দেয়। এক নিষ্ঠুর নির্মম সময়ের কালস্রোতে অসহায় পরিবারের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং সমাজের অবসম্ভাবী পতনের ভয়ঙ্কর ছবি 'ফেরিওয়ালা' গল্পে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শহরতলির মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থার আরও একটি ভয়ংকর ছবি লক্ষ করা যায় 'একটি হত্যা অথবা মানবী বিষয়ক বয়ান' গল্পে। রথতলা বস্তিতে থাকতো মাধবী। সংসারের দৈনন্দিন অভাব অনটনকে মেটানোর জন্য সে মাঝে মাঝে হাড়কাটায় যেত এবং অন্য একজনের সঙ্গে ঘর ভাড়ায় থাকতো। তার স্বামী রাজেশ আগে এই বিষয়টি জানলেও কখনো আপত্তি করেনি, কেননা আর্থিক দুর্দশা মোচনের জন্যেই মাধবী বাধ্য হয়েছিল এই পেশায় নামতে। রাজেশ একটি ফ্যান কারখানায় কাজ করতো। বর্তমানে সে রেল ডাকাতির কারণে বিচারাধীন বন্দি। মাধবী ও রাজেশের দুটি সন্তান ছিল। রাজেশ ও মাধবীর মাঝে মাঝে যোগাযোগ হলেও একদিন দেখা যায় রেল লাইনের ধারে মাধবীর দেহ পড়ে আছে। দুবেলা দুমুঠো ভাত জোগাড় করতে পারা এবং ঠিকঠাক ভাবে জীবনযাপন করতে পারার নামই সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামে হেরে গেছে মাধবী।

শহরতলির জনমানসের অর্থনৈতিক ভাবান্তরের নানা চিত্র ফুটে উঠেছে 'গল্প @ ফেসবুক' গল্পটিতে। দরিদ্র মধ্যবিত্ত দুটি পরিবারের দুই নারী মিনু এবং রুবি একই প্রাইভেট ফার্মে তারা কাজ করে। সংসারের আর্থিক দুরবস্থা মোচনের জন্যেই পরিবার ছেড়ে কাজের সন্ধানে বাইরে বেরিয়ে এসেছে তারা। মিনু বিবাহিত হলেও রুবি অবিবাহিত। তিন বছর স্বামী পরিত্যক্তা মিনুর পরিবারে একটি ছোট মেয়ে আছে। অন্যদিকে রুবি হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে বাবা-মাকে নিয়ে থাকে ছোট্ট একটি খুপরিতে। তার ভাইয়েরা আলাদা থাকে। তার মা দিনের বেলায় অন্যের

বাড়িতে আয়ার কাজ করে। অফিসের কম বেতনে তাদের কারো পরিবার সচ্ছলভাবে চলে না। তাদের জীবনের শখ-আহ্লাদ, আশা- আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন সমস্তই নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। অফিসে যোগ দেওয়া নতুন ম্যানেজার মিনুর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে কপি শপে নিয়ে যেতে চাইলে সে রাজি হয়নি। অন্যদিকে কষ্ট সংকুল জীবনযাপন থেকে বেরিয়ে আসতে রুবি মিনুকে পরামর্শ দেয়, ম্যানেজারের মত পুরুষদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের। সে বলে—***' অফার আছে, ফাইভ স্টার হোটেলে যেতে পারি। এত খাটনিও করতে হয় না, এক-এক সন্ধেয় অনেক টাকা কামাই।'*** [৭] আসলে অর্থ মানুষকে, মানুষের ভিতরের শুচি-শুদ্ধ সত্তাকে মেরে ফেলে। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় অর্থনৈতিক দূরাবস্তা। আবার 'এই শহরে কান্না নেই' গল্পে চারটি আলাদা আলাদা দৃশ্যকে জুড়ে দিয়ে অর্থনৈতিক ধ্বস্ত সময়ের অপরূপ ভাবার্থকে নির্মাণ করেছেন কথাকার। ক্রম মূল্যবৃদ্ধির চাপে পড়ে মানুষ যেন বেঁচে থেকেও মৃত। চারটি দৃশ্যের সংযোজনার মধ্যে উঠে এসেছে অভাব-অনটন, মানসিক-সংকট, আর্থিক অসঙ্গতি এবং সেই নিষ্ঠুর অভিঘাত থেকে বেরিয়ে আসার নিরন্তর লড়াইয়ের অনুরণন।

সুকান্তির গল্পে বারবার উঠে এসেছে সমাজের নিম্ন মধ্যবিত্ত ও হতদরিদ্র মানুষের অসহয়তার কথা। সেখানে রাজেশ, মাধব, মিনু, রুবি প্রমুখ এই চরিত্রগুলি নিম্নবিত্ত ও বৃত্তের মানুষ। এখানে তারা যেন বিশেষ সম্প্রদায়েরও প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। অভাব, অনুযোগ, অনটন, দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা এবং দুমুঠো অন্যের জন্য নিরন্তর কঠিন কঠোর জীবনসংগ্রাম এই গল্পগুলির মুখ্য বিষয়। সেখানে লেখকের বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক দায়বদ্ধতা, নৈতিকতা এবং আদর্শবোধ একই সাথে তার কল্পনা বিলাসিতার অফুরন্ত আলোক সম্মিলনে একটা বিশেষ সময় ও সমাজের অর্থনৈতিক বাস্তবতার পূর্ণাঙ্গতা ধরা পড়েছে।

রাজনীতি সচেতন লেখক সুকান্তি। সময়-সমাজ ও মানুষের কথা বলতে গিয়ে তার গল্পে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছে রাজনীতির অনিবার্য সংঘাত। বামফ্রন্ট শাসনকালের নানান সমস্যা, গোষ্ঠী সংঘর্ষ থেকে শুরু করে মানুষের হাজারো সমস্যাগুলি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাজনীতির ভিতর বাইরের অলি গলিতে মিশে গেছে। 'আশ্চর্য হাড়ি ও ল্যাংড়া বিশে', 'একটি হত্যা অথবা মানবী বিষয়ক বয়ান', 'তিমির গাথা', 'প্রেত পুরাণ', 'কালচিহ্ন' প্রভৃতি ছোটগল্পে শহরতলির মানুষ কীভাবে রাজনীতির পুতুল হয়ে উঠছে, সেই কথকতাকে সুচারুরূপে উপস্থাপন করেছেন তিনি। নয়ের দশকের শহরতলির রাজনৈতিক সংঘাতের কথা অনবদ্যভাবে রূপায়িত হয়েছে 'আশ্চর্য হাড়ি ও ল্যাংড়া বিশে' গল্পটিতে। এই গল্পের মূল চরিত্র বিশে। অভাব, দারিদ্র্যকে সঙ্গে নিয়ে তার নিত্য বেঁচে থাকা। মা কালী তাকে একটা হাঁড়ি বর দেন। সেই হাড়ি বিশের নানান অভাব পূর্ণ করতে থাকে। এই খবর চারিদিকে রোটে যেতেই স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে পুলিশ সবারই নজরে চলে আসে বিশে। এখানে সে আসলে বঞ্চিত নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের প্রতিনিধি। সে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক নেতাদের ভন্ডামি ও ষড়যন্ত্রে গ্রেপ্তার হয়েছে সে। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ তাকে গোপন স্থানে নিয়ে গেলে সেখানে এম.এল.এ তাকে হাঁড়ির কার্যকারিতা দেখাতে বলেন। আবার এম.এল.এ রাজনৈতিক সভায় বলেন—***'সভায় এম.এল.এ শ্রী সচ্চরিত্র পোদ্দার ফিনফিনে ধুতির কোচা দুলিয়ে ঈষৎ মোলায়েম হাসি ছড়িয়ে বললেন, ওহে বিশু একটা রঙিন ফানুস বার করো দেখি।'*** [৮] আসলে দরিদ্র নিম্নবিত্ত মানুষের চাওয়া-পাওয়া ও সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছে গুলো রাজনৈতিক নেতাদের অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা থাকে। সেই সুতো কখনোই ছিন্ন করা যায় না। বরং আষ্টেপিষ্ট জড়িয়ে যায় পুরো জীবনটাই। সেই সত্যের সারমর্মকেই গল্পের বয়নে তুলে এনেছেন।

'একটি হত্যা অথবা মানবী বিষয়ক বয়ান' গল্পে বিশিষ্ট সমাজসেবী রসার রাজনৈতিক কর্মকান্ডের কথা প্রতিফলিত হয়েছে। নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষের উপর নির্যাতন, গুপ্তহত্যা ও অন্যায় ষড়যন্ত্র এছাড়াও রাজনীতির কারবারীরা কীভাবে অসহায় দরিদ্রদের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে তার ভাবচিত্রকে তুলে ধরেছেন গল্পকার। মাধবী হত্যার তদন্তকে ভুল পথে চালিত করেছে রসা। পুলিশ-প্রশাসন রাজনীতির কাছে নিবেদিত প্রাণ হয়ে গেছে। শ্রেণি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নিরপেক্ষ তদন্ত করে সত্যকে উদ্ঘাটিত করতে পারেনি। যুগ-যুগ ধরেই রাজনীতি ও প্রশাসনের এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সতীব্র ভাষণকে গল্পভাষ্যে অনুরণিত করে তুলেছেন গল্পকার।

২. দৈনন্দিন জীবনের চালচিত্র :

সুকান্তি দত্তের গল্পে শহরতলির মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান তৎসহ উৎসব-অনুষ্ঠান, আচার-সংস্কারের মধ্য দিয়েই। 'সম্পর্ক', 'লেবু পাতার ঘ্রান', 'আলাদিন, ও আলাদিন', 'আশ্চর্য হাড়ি ও ল্যাংড়া বিশে', 'গন্ধ', 'বিধু বিশ্বাসের খিদে' প্রভৃতি গল্পে ভাত, ডাল, কুমড়ো, ভাজা, পোস্ত বড়া, ডালনা, সবজি প্রভৃতি দৈনন্দিন খাদ্যের যেমন উল্লেখ আছে তেমনি ধনী বাড়িতেও অনুষ্ঠানের দুপুর বেলা ফ্রাইড রাইস, চিলি চিকেন, চাটনি, আইসক্রিম প্রভৃতি অভিজাত খাদ্যেরও তালিকা আমরা পাই। 'গন্ধ' গল্পে দেখা যায়—***'সেই দুপুরবেলায় ফ্রাইড রাইস চিলি চিকেন চাটনি আইসক্রিম গলা পর্যন্ত গিলে উৎপলের লিভিং রুমে সোফায় গা এলিয়ে গন্ধ নিয়ে হঠাৎ কচলাকচলি শুরু হয়েছিল।'*** [৯] এছাড়াও চা, কোল্ড ড্রিংস্, লাল জল নানা প্রকার পানীয় এবং সিগারেট, গাঁজা এর মতো নেশা দ্রব্যের কথাও প্রাসঙ্গিকভাবেই উঠে এসেছে প্রভৃতি গল্পে।

শহরতলির মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে তুলে আনতে সেখানকার উৎসবের চিত্রকেও সামান ভাবে তুলে ধরেছেন। 'গন্ধ', 'আলাদিন, ও আলাদিন', 'একটি হত্যা অথবা মানবী বিষয়ক বয়ান' প্রভৃতি গল্পে উৎসবের কথা আছে। বিয়ের অনুষ্ঠান বা পুজোর উৎসবের মতো বিষয়গুলো চিত্রিত হয়েছে তার ছোটগল্পে। 'গন্ধ' গল্পে পিকনিকের আয়োজনের কথার উল্লেখ আছে—***'সেই পিকনিক আজ, যদিও ঠিক পিকনিক বলা যায় না, খরচ-খরচা সব উৎপলেরই।'*** [১০]

শহরতলির মানুষের আচার-সংস্কার ও রীতিনীতিকে গল্পের শরীরে আশ্রয় দিয়েছেন গল্পকার। 'লেবু পাতার ঘ্রান' গল্পে বৌমার আচরণ পরিবারের ঐতিহ্যের বিরোধী। সে ববকাট চুল কেটে আধুনিকা হতে চেয়েছে। আবার সুকল্যাণ রাতে বাড়িতে মদের আসর বসিয়েছে, সেটাও মেনে নিতে পারেনি তার বাবা-মা। এখানে ঐতিহ্য ও সংস্কারপন্থীদের দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠেছে। 'আশ্চর্য হাড়ি ও ল্যাংড়া বিশে' গল্পে মা কালীর মন্দিরে যথাযথ রীতি মেনেই পুজো দেওয়া হয় না। তাই বিশে দেখে মা কালীর চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। তার মাথাটা যেন হঠাৎ কাত

হয়ে গেল এবং জিভটা মুহূর্তে তার পেটের ভিতরে ঢুকে গেছে। এ ঘটনা আসলে প্রতীকী। সময়ের প্রেক্ষিতে ঐতিহ্য ও সংস্কারের দ্বন্দ্বকে গল্পের ভাবসূত্রে তুলে ধরতে চেয়েছেন গল্পকার।

বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন কথাকারের ছোটগল্পে শহরতলির জীবনকথা ধরা পড়েছে। নয়ের দশকে এসে বিশ্ব জুড়ে এক চরম অস্তিরতার মধ্যে বিশৃঙ্খল জীবন ব্যবস্থার প্রতি তীব্র খেদ এবং সময়ের ফাঁদ কেটে বেরুতে না পারার যন্ত্রণা ও আর্তনাদ শুনতে পাই তার গল্পে। যদিও কোথাও কোথাও তিনি আশাবাদের সুরও শুনিয়েছেন। আর সেই বিশেষ সময়-সমাজ এবং মানুষের বদলে যাওয়া জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে অন্যরূপে ধরলেন সুকান্তি দত্ত। ঐতিহ্য বা লোকজীবনের শিকড় অনুসন্ধান, পুরানচেতনা ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গল্প বিষয়ে ফুটিয়ে তুলতে তিনি আশ্রয় করেছেন ম্যাজিক রিয়ালিজমের রীতিকে। এছাড়াও প্রচলিত গল্পের রীতি ছেড়ে ছক ভেঙে লোকগল্পের ঢঙে গল্পের আসর পেতেছেন। ভাষা সংগঠনেও চমক সৃষ্টি করেছেন তিনি। আবার শহরতলির জীবনকথাকে গল্প ভাবনায় আশ্রয় দিলেও কোনো আঞ্চলিক সীমাতে তিনি আটকে থাকেননি বরং তার গল্পের বহুমাত্রিক স্বর পৌঁছে গেছে চিরকালীন শাশ্বত সত্যের সীমান্তে।

তথ্যসূত্রঃ

১. ভূমিকা অংশ, শ্রেষ্ঠ গল্প, সুকান্তি দত্ত, অভিযান পাবলিশার্স, ১০/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ- ২০২০, পৃষ্টা-৯

২. আলাদিন, ও আলাদিন, সুকান্তি দত্ত, এন.ই.পাবলিশার্স, ১৬, মতিলাল মল্লিক লেন, কলকাতা-৩৫, প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা ২০০৪, পৃষ্টা-১৪১

৩. ঐ, পৃষ্টা-১১৫

৪. শ্রেষ্ঠ গল্প, সুকান্তি দত্ত, অভিযান পাবলিশার্স, ১০/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ- ২০২০, পৃষ্টা-২২১

৫. ঐ, পৃষ্টা-২০৪

৬. ঐ, পৃষ্টা-১৩৩

৭. ঐ, পৃষ্টা-২৪৬

৮. ঐ, পৃষ্টা-২১

৯. আলাদিন, ও আলাদিন, সুকান্তি দত্ত, এন.ই.পাবলিশার্স, ১৬, মতিলাল মল্লিক লেন, কলকাতা-৩৫, প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা ২০০৪, পৃষ্টা-১৩৬

১০. ঐ, পৃষ্টা-১৩৫

গ্রন্থপঞ্জি :

আকর গ্রন্থ :

১. দত্ত ,সুকান্তি, আলাদিন, ও আলাদিন, এন ই পাবলিশার্স, কলকাতা-৩৫, প্রথম প্রকাশ-২০০৪

২. দত্ত ,সুকান্তি, শ্রেষ্ট গল্প, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-২০২০

৩. দত্ত ,সুকান্তি, স্বপ্নে নদীর খোঁজ, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ- ২০০৭

সহায়ক গ্রন্থ :

১. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার, কালের পুত্তলিকা, দেজ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা- ৭৩

২. সেন, নবেন্দু (সম্পা), পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা, রত্নাবলী, কলকাতা-৯

৩. হোসেন, সোহারাব, বাংলা ছোটগল্পঃ তত্ত্ব ও গতি প্রকৃতি(৩য় খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার

লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-২০১৪

পত্র-পত্রিকা :

১. নীললোহিত, বাসব দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), যুগ্ম সংখ্যা, ২০১৯

২. পরিচয়, সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্য নিবিড় অনুসন্ধান, মার্চ-জুন সংখ্যা,২০২৩